ঠিক যে, *ডিসকোর্স* ও *এমিল* এই গ্রন্থ দুটিতে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর যে-ঘৃণা বর্ষণ করেছেন, *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে তা অপসৃত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য ভিত্তির সন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এই অনুসন্ধানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বৈধতা প্রতিষ্ঠা। তিনি সামাজিক চুক্তিকে দেখেছেন প্রকৃতির রাজত্ব থেকে পুরসমাজে রূপান্তরের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে। বস্তুত, রুশো জনগণের সম্মতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে বৈধতা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। এই আলোকে বিচার করলে রুশোর মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা প্রত্যক্ষ করা যায় না। সভ্যতার ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁর আবেগপ্রসূত প্রতিবাদ এবং জনগণের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ—এসবই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে বৈধতাদানের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।[২১]

সাধারণ ইচ্ছা (General Will)

রুশোর সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'সাধারণ ইচ্ছা'। এই সাধারণ ইচ্ছার ধারণার মাধ্যমেই রুশো রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে, সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে যে মিলিত শক্তি গড়ে উঠেছিল, তা-ই হল সাধারণ ইচ্ছা। ওই চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেকে সকলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেও কেউই বিশেষ কোনো একজনের অধীনস্থ হল না। কারণ, প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ চুক্তি সম্পাদন করে সার্বভৌম 'সাধারণ ইচ্ছা'র হাতে তাদের সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকার এবং ক্ষমতা স্বেচ্ছায় অর্পণ করেছিল। এরূপ ইচ্ছা হল তাদের সকলের শুভ ইচ্ছার সমষ্টি। সুতরাং, ব্যক্তি যতটা হারাল, ততটাই সে ফিরে পেল। প্রত্যেকেই হল সমগ্রের এক জৈবিক একক এবং আঙ্গিক অংশীদার। সমগ্রের অংশ হিসেবে কারোরই মৌলিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটল না। সাধারণ ইচ্ছার চূড়ান্ত নির্দেশ অনুযায়ী চলার ফলে প্রত্যেকেই সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই তার স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হল।

সামাজিক চুক্তিপ্রসূত সাধারণ ইচ্ছা

'সাধারণ ইচ্ছা'র ধারণাটি রুশোর রাষ্ট্রচিন্তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এটিকে খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। সাধারণ ইচ্ছাকে বুঝতে গেলে মানুষের ইচ্ছা-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। রুশোর মতে, মানুষের দু-ধরনের ইচ্ছা থাকে, যথা—[১] প্রকৃত ইচ্ছা (Real will) এবং [২] বাস্তব ইচ্ছা (Actual will)। প্রকৃত ইচ্ছা হল মানুষের মৌলিক, সরল, বিশুদ্ধ ও স্বভাবগত ইচ্ছা, যা সকলের ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন। এই ইচ্ছা যুক্তিসংগত এবং সকলেরই মঙ্গল কামনাকারী ইচ্ছা। প্রকৃত ইচ্ছা মানুষের মধ্যে স্থায়ীভাবে বর্তমান। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়। অপরদিকে, বাস্তব ইচ্ছা হল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তব ইচ্ছা ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার অর্থই হল ব্যক্তির ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হওয়া। এরূপ ইচ্ছা প্রতিটি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থসাধনকারী ইচ্ছা। বাস্তব ইচ্ছা হল আবেগতাড়িত এবং অযৌক্তিক ইচ্ছা। মানুষ যখন বাস্তব ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে কোনো কাজ করে, তখন সেই কাজ অযৌক্তিক ও বিবেচনাহীন বলে বিবেচিত হয়।

প্রকৃত ইচ্ছা ও বাস্তব ইচ্ছা

রুশোর মতে, সামাজিক চুক্তিপ্রসূত 'সাধারণ ইচ্ছা' হল কোনো সমাজে ব্যক্তিসমূহের প্রকৃত ইচ্ছার যোগফল বা সমন্বয়। সাধারণ ইচ্ছা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা রুশো স্বীকার করেছেন। এই ইচ্ছা বাস্তব ইচ্ছা এবং প্রকৃত ইচ্ছার মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে না। প্রথমে বাস্তব ইচ্ছারই উদ্ভব হয়। এর দ্বারা নিজ নিজ ব্যক্তিস্বার্থের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু রুশো মনে করতেন যে, সকলের মধ্যেই যুক্তি না-মানা সত্তার ওপর যুক্তির অনুগামী সত্তা প্রাধান্য লাভ করে। অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যক্তিস্বার্থ সমন্বিত বাস্তব ইচ্ছা সাধারণ স্বার্থ রক্ষাকারী প্রকৃত ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়।[২২] সাধারণ ইচ্ছা হল সমাজের অধিকতর উন্নত ইচ্ছা। এই ইচ্ছা গণমঙ্গলের সাধারণ চেতনাকে প্রকাশ করে। রুশো বলেছেন যে, যদি ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থ সাধারণ স্বার্থকে অমান্য করে, তাহলে সবাই তাদের মিলিত শক্তি দিয়ে তাকে সাধারণ স্বার্থের অনুগামী করে তুলবে।

প্রকৃত ইচ্ছার যোগফল হিসেবে সাধারণ ইচ্ছা

ওয়েপার উদাহরণের সাহায্যে রুশোর সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো ব্যক্তি একটি সংঘে যোগদান করার পরও ব্যক্তিস্বার্থের কথা চিন্তা করতে পারে। যদি সব সদস্য এইভাবে চিন্তা করতে থাকে, তাহলে কখনোই সংঘের উন্নতি ঘটতে পারে না। অন্যদিকে, সংঘের প্রতিটি সদস্য যদি নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে সংঘের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়, তাহলেই সংঘ শক্তিশালী হয় এবং তার উন্নতি ঘটে। এইভাবে সব সদস্য চিন্তা করলে এক সাধারণ সত্তা গড়ে ওঠে। রুশোর মতে, এই সাধারণ সত্তাই হল সংঘের সাধারণ ইচ্ছা। সংঘের ক্ষেত্রে যা সত্য, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তা-ই প্রযোজ্য হতে পারে। ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত ইচ্ছার থেকে শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা হল তার প্রকৃত ইচ্ছা। ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছা সকলের ক্ষেত্রেই এক। কারণ, এই ইচ্ছা সাধারণের মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত। এই অভিন্ন স্বার্থই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। সাধারণ ইচ্ছা হল এরূপ অভিন্ন স্বার্থের প্রকাশ। সাধারণ ইচ্ছা হল সমষ্টির স্বার্থযুক্ত সব নাগরিকের ইচ্ছা এবং সকলের কল্যাণকামী ইচ্ছা।[২৩] এই ইচ্ছা রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এরূপ ইচ্ছা নৈতিক দিক থেকে যে-কোনো ইচ্ছা অপেক্ষা শ্রেয়। এটি হল একটি নৈতিক সত্তা। রুশোর মতে, সাধারণ ইচ্ছা 'গোষ্ঠী মন' (Group mind)-এর সঙ্গে তুলনীয় এবং এই ইচ্ছা হল রাষ্ট্রের সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থরক্ষাকারী সব নাগরিকের শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা।

ওয়েপারের ব্যাখ্যা

রুশোর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' এবং 'সকলের ইচ্ছা'-র মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি দেখে সর্বজনীন স্বার্থ এবং পরেরটি দেখে ব্যক্তিগত স্বার্থ। 'সকলের ইচ্ছা' হল ব্যক্তিগত স্বার্থের সমষ্টিমাত্র। অপরদিকে, সাধারণ ইচ্ছা হল মানুষের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। এই ইচ্ছা যৌথ মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অপরদিকে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ স্বার্থ সম্পর্কিত ইচ্ছার সমষ্টি হল সকলের ইচ্ছা। সাধারণ ইচ্ছা সমগ্র সমাজের মঙ্গলসাধন করে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যই তা করে থাকে। তাই এর উদ্দেশ্য হল স্থায়ী। কিন্তু সকলের ইচ্ছা সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করে। সাধারণ ইচ্ছার নিরূপণ ও প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলি তাদের নিজেদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু সকলের ইচ্ছাকে নিরূপণ করা যায়।[২৪] সাধারণ ইচ্ছা যেহেতু নৈতিক ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়, সেহেতু এই ইচ্ছা হল বিবেকের নির্দেশ, পরার্থবাদী এবং সবসময়েই ঠিক। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধ বা সঠিক চেতনা সকলের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বিবেচিত হয় না। বস্তুত, সাধারণ ইচ্ছা এবং সকলের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্যের মূল ভিত্তি হল তাদের নিজ নিজ লক্ষ্য। সাধারণ ইচ্ছা সর্বসাধারণের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কিন্তু সকলের ইচ্ছার লক্ষ্য হল আত্মস্বার্থ রক্ষা করা। এই ইচ্ছা ব্যক্তিগত স্বার্থ অভিমুখী।

সাধারণ ইচ্ছা ও সকলের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য

রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' প্রধানত দুটি উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। **প্রথমত,** এর লক্ষ্য হল জনকল্যাণসাধন। **দ্বিতীয়ত,** সাধারণ ইচ্ছা সমগ্র জনসাধারণের ইচ্ছা। সমগ্র জনসাধারণই এই ইচ্ছার উৎস। রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে বিদ্যমান সকলের ইচ্ছার যোগফল বলে মনে করেননি। যাবতীয় ক্ষুদ্রতর ইচ্ছাকে অতিক্রম করে প্রকৃত ইচ্ছার সারমর্মকেই তিনি সাধারণ ইচ্ছা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে সামাজিক চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিটি মানুষের সর্বোত্তম ইচ্ছা তথা সর্বসাধারণের মঙ্গলসাধনকারী ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটে। রুশোর মতে, যখন জনসাধারণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বসে, তখন তাদের ভিন্ন মতগুলির যোগফল থেকেই সাধারণ ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং সিদ্ধান্ত সবসময়েই সঠিক হয়। কিন্তু যখন নানা দল কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে, তখন এইসব দল বা গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে নিজেদের সমষ্টির ইচ্ছাই সাধারণ ইচ্ছা হয়ে ওঠে। এই দল বা গোষ্ঠীগুলি হল সমগ্রের অংশমাত্র। রাষ্ট্রের কাছে তা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলেই বিবেচিত হয়। তখন আর 'যত মানুষ তত ভোট' থাকে না, যতগুলি সমষ্টি ততগুলি ভোটই থাকে। রুশো মনে করতেন যে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অন্তর্বর্তী এইসব আংশিক সংগঠন হল সাধারণ ইচ্ছার প্রতিবন্ধক। তিনি বলেছেন যে, সাধারণ ইচ্ছা গড়ে তোলার জন্য যা আবশ্যক, তা হল—রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো সংকীর্ণ স্বার্থবিশিষ্ট দল থাকবে না এবং প্রত্যেক নাগরিকই নিজ মতামত ব্যক্ত করতে পারবে।[২৫]

সাধারণ ইচ্ছা এবং দল বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা

রুশোর অভিমত অনুযায়ী, সাধারণ ইচ্ছা হল অভ্রান্ত। তিনি বলেছেন যে, সাধারণ ইচ্ছা সর্বদাই সঠিক কাজ করে এবং সাধারণের মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রুশো জানিয়েছেন যে, সাধারণ ইচ্ছার

Scanned with CamScanner

এই অভ্রান্ত চরিত্র সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সাধারণভাবে প্রকৃত ইচ্ছা বা সাধারণ ইচ্ছা জনসাধারণের মঙ্গলসাধনই করে। কিন্তু কখনো-কখনো মানুষ সেই ইচ্ছাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। জনসাধারণ সবসময় নিজেদের ভালোই চায়। কিন্তু কীসে ভালো হবে, তা নিজে থেকে তারা সবসময় বুঝতে পারে না। তারা নিজেরা দুর্নীতিগ্রস্ত না হতে পারে, কিন্তু তাদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রতারিত বা বিপথে চালিত মানুষেরা যে-সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশ করে, তা কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। তাই **রুশো** মনে করতেন যে, বস্তুসমূহের বাস্তব প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। যে-উত্তম পথের অনুসন্ধান তারা করছে, তাদের তা দেখিয়ে দিতে এবং বিশেষ ইচ্ছার প্রলোভন থেকে তাদের রক্ষা পাওয়ার জন্য পথনির্দেশ করতে হবে।

সাধারণ ইচ্ছা অভ্রান্ত

রুশোর তত্ত্ব অনুযায়ী, সার্বভৌমিকতা জনসাধারণের ইচ্ছার পরিচালনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তা কখনোই হস্তান্তরযোগ্য হতে পারে না। সার্বভৌমিকতা সমষ্টিগত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলে নিজেই নিজের প্রতিনিধি হতে পারে। **রুশোর** মতে, ক্ষমতাকে হস্তান্তর করা গেলেও ইচ্ছাকে হস্তান্তর করা যায় না।[২৬] ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব কেউ করতে পারে না। কারণ, ইচ্ছা হল ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। সেজন্য একমাত্র সে নিজেই তা প্রকাশ করতে পারে। **রুশো** বলেছেন যে, যখন সব নাগরিক সম্মিলিত হয়, তখনই সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে এবং স্বাধীনতা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। সেজন্যই তিনি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে পারেননি। কারণ, এরূপ শাসনব্যবস্থায় একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ই জনগণ স্বাধীন হয়। তাঁর মতে, সুইস প্রজাতন্ত্রের নগর-রাষ্ট্রে সাধারণ ইচ্ছার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। তিনি মনে করতেন যে, সাধারণ ইচ্ছা কোনোমতেই কোনো প্রতিনিধি বা কোনো সংস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে না। মাঝে মাঝে সভা আহ্বানের মাধ্যমেই সাধারণ ইচ্ছার সার্বভৌম, অবিভাজ্য ও অহস্তান্তরযোগ্য অবস্থান নির্দেশিত হবে। তবে **রুশো** স্বীকার করেছেন যে, অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রে ঐকমত্য সবসময় সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই সাধারণ ইচ্ছা বলে বিবেচিত হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভুল করতে পারে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণ ইচ্ছা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে অন্য গোষ্ঠী অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভুল কম হবে। কারণ, সমাজের মঙ্গলসাধনের সঙ্গে যুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ সহজে বিপথে চালিত হয় না।[২৭] সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও লাভবান হবে। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠের বৃহত্তর স্বার্থ সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। **রুশোর** মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সংখ্যালঘুর বিরোধ দেখা দিলে সাধারণ ইচ্ছাকে মান্য করানোর মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘুদের স্বাধীন হতে বাধ্য করা হবে।

সাধারণ ইচ্ছা ও অংশ-গ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র

রুশোর বিশ্লেষণ অনুযায়ী সাধারণ ইচ্ছাই হল সার্বভৌম এবং তার নির্দেশই আইন। সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্য হল সমাজের সার্বিক কল্যাণসাধন। তাই রাষ্ট্রীয় সংগঠন সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এমন কোনো ক্ষমতাকেন্দ্রের অস্তিত্বকে রুশো স্বীকার করেননি। সাধারণ ইচ্ছাকে তিনি চরম ক্ষমতাসম্পন্ন বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ আনুগত্য দেখাতে অস্বীকার করলে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছার থাকবে । সাধারণ ইচ্ছার বাইরে গিয়ে কোনো ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। মানুষ সাময়িকভাবে বিপথে চালিত হতে পারে। তাই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণ ইচ্ছার কাজ হল তাকে বিপথ থেকে সরিয়ে আনা। যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, সেহেতু সাধারণ ইচ্ছার ক্ষমতাও চরম। সাধারণ ইচ্ছা আইনের স্রষ্টা হওয়ার ফলে এমন কোনো আইন নেই, যাকে সাধারণ ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারে না। **রুশো** বলেছেন যে, সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে সাধারণ ইচ্ছা অহস্তান্তরযোগ্য এবং অবিভাজ্য। সাধারণ ইচ্ছার পেছনে যেহেতু সমগ্র জনসাধারণের সমর্থন থাকে এবং যেহেতু এর উদ্দেশ্য হল সমগ্র সমাজের কল্যাণসাধন, সেহেতু সাধারণ ইচ্ছাকে বিভক্ত করা যায় না। মতভেদ ও বিরোধিতাকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থই হল সাধারণ ইচ্ছাকে ধ্বংস করা। আর সাধারণ ইচ্ছাকে ধ্বংস করা মানেই রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন। সুতরাং সাধারণ ইচ্ছা হল ধ্বংসাতীত। এই ইচ্ছা চিরকাল স্থির, অপরিবর্তিত ও বিশুদ্ধ থাকে।

সাধারণ ইচ্ছা সার্বভৌম

রুশো তাঁর *দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের দু-প্রকারের চালিকা শক্তি থাকে। প্রথমটির নাম ব্যবস্থাপক (legislative) ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টির নাম কার্যকরী (executive)

ক্ষমতা।[২৮] ব্যবস্থাপক ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছার হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা আইন কার্যকর করতে পারে না। কারণ, এই ক্ষমতা কেবল বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। এরূপ কাজের ব্যবস্থা করা আইনের এলাকার মধ্যে পড়ে না। সাধারণ ইচ্ছার আদেশ আইন হিসেবে পরিগণিত হতে বাধ্য। এরূপ ইচ্ছার নির্দেশ অনুসারে আইন কার্যকর করা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয়প্রকার স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজন হয়। রুশো একে শাসনশক্তি বা সরকার নামে অভিহিত করেছেন। সার্বভৌম হিসেবে সাধারণ ইচ্ছা এবং শাসনকর্তারূপে সরকারের মধ্যে তিনি পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। সরকার সাধারণ ইচ্ছার অধীন এবং এর কাছে দায়িত্বশীল থাকে।

সাধারণ ইচ্ছা ও সরকার

রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের সারমর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সামাজিক চুক্তিপ্রসূত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মূল লক্ষ্য হল সকলের কল্যাণসাধন। এরূপ কল্যাণসাধন বলতে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়।[২৯] সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ যা লাভ করেছিল, তা হল সামাজিক স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কেবল যথার্থ স্বত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা কিছু তার আছে, তার ওপর প্রভুত্ব করার অধিকার মানুষ লাভ করল। মানুষ লাভ করল নৈতিক স্বাধীনতা, যা তাকে নিজের কর্তা করে তোলে। এই স্বাধীনতা হল স্বয়ংকৃত নিয়মের অনুবর্তিতা। **রুশো** মনে করতেন যে, মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন; আর সাম্য না থাকলে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। তাঁর মতে, সাম্য বলতে বোঝায়—বড়োলোকের যেমন সম্পত্তি ও উচ্চপদের নির্দিষ্ট সীমা থাকবে, তেমনি থাকবে দরিদ্রেরও ধনলিপ্সা ও লোভের নির্দিষ্ট সীমারেখা। সুতরাং, পদমর্যাদা অনুযায়ী এবং আইনসংগত উপায়ে ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে। সাধারণ ইচ্ছা সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। এর মধ্যে ব্যক্তির ইচ্ছা স্থান পেতে পারে না। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, রুশোর সাধারণ ইচ্ছা সাম্যের নীতির ওপরও প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি যতই ক্ষমতাবান ও মর্যাদাশালী হোক না কেন, সাধারণ ইচ্ছার ক্ষেত্রে সবাই সমান। উদারনৈতিক চিন্তাবিদরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত করে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকারকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু রুশো নৈতিক স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, নৈতিক স্বাধীনতা বিকাশের জন্য এমন একটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রয়োজন, যা ব্যক্তির অধিকারের সঙ্গে সমগ্র সমাজের স্বার্থরক্ষা করবে। তিনি রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা ও বিরোধিতাকে সমর্থন করেননি। তিনি ছিলেন উপদল ও গোষ্ঠীস্বার্থের বিরোধী। কারণ, তাতে জনগণের সার্বভৌমিকতা ও নৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। রুশো রাষ্ট্রকে সামাজিক চুক্তিপ্রসূত সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করলেও সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণাগুলিকে বর্জন করেছেন এবং প্লেটোর মতো রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক সংস্থা হিসেবে দেখেছেন। তাই তিনি চুক্তিতত্ত্বের পরিবর্তে সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। লকের কাছ থেকে অনেক বিষয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করলেও তাঁর সীমাবদ্ধ সরকারের নীতিকে রুশো গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর তত্ত্বে সমাজ ও ব্যক্তি একে অপরের পরিপূরকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

'সাধারণ ইচ্ছা'-তত্ত্বের সারমর্ম

রুশো তাঁর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে বহুল প্রচলিত দ্বন্দ্বের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের একটি বিরোধ আছে। অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। হব্‌স জনগণের স্বাধীনতা অপেক্ষা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সমর্থন করেছেন। লক্ মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু **রুশো** মনে করতেন যে, এই দুটির সহাবস্থান সম্ভব। উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনে রুশো কতখানি কৃতকার্য হয়েছেন, সে-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু তাঁর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব এই সমস্যার সমাধানে যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, তা অস্বীকার করা যায় না।

স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা

রুশো বলেছেন যে, স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা অপেক্ষা অপরের ইচ্ছার অধীনে না-থাকাকেই বোঝায়। স্বাধীনতা ন্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত থাকে। তাই আইন ছাড়া কোনো স্বাধীনতা হতে পারে না। কোনো মানুষই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। স্বাধীন জনসমাজ আইন মান্য করে কিন্তু এর দাসত্ব করে না। কোনো মানুষের আইনের ঊর্ধ্বে নয়। স্বাধীন জনসমাজ আইন মান্য করে কিন্তু এর দাসত্ব করে না। রুশোর মতে, আদিম মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক আইন থাকলেও মানুষ

Scanned with CamScanner

সে বিষয়ে সচেতন ছিল না। চেতনার অভাবই আদিম মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতার পরিপন্থী ছিল। আইন ও ন্যায়ের মাধ্যমেই নাগরিক পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। কর্তৃত্ব কর্তৃক প্রণীত আইনই স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে থাকে। রুশো বলেছেন যে, আইন হল সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ।[৩০] আইন ন্যায়সংগত হয়ে থাকে। কারণ, সাধারণ ইচ্ছা তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সবসময়ই সঠিক ও ন্যায়সংগত বলে বিবেচিত হয়। আইনের মধ্যে যেহেতু ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়, সেহেতু আইন মান্য করে এবং সাধারণ ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সে স্বাধীনতা হারায় না, বরং প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করে। আইন ও সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্য হল জনগণের মঙ্গলসাধন। তাই সব নাগরিক একে মেনে চলে।

সাধারণ ইচ্ছা, আইন ও স্বাধীনতা

রুশোর মতে, রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী জনসাধারণ কার্যত সাধারণের ইচ্ছার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই এই নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। তিনি বলেছেন, 'সাধারণ ইচ্ছা' হল একটি নৈতিক শক্তি। এই শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলে কোনোভাবেই স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটে না। এই শক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে। রাষ্ট্রের বৈধ ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছা থেকেই প্রবাহিত হয়। **রুশো** এ-ও মনে করতেন যে, কেউ যদি 'সাধারণ ইচ্ছা' অনুসারে চলতে অস্বীকার করে, তাহলে সমগ্র সংস্থা তাকে তা করতে বাধ্য করবে। এর অর্থ হল—লোকে তাকে স্বাধীন হতে বাধ্য করবে।[৩১] এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশ বলে যাকে অভিহিত করা হচ্ছে, তা কোনো বাইরের শক্তির নির্দেশ নয়। নিজেরাই নিজেদের নির্দেশ দিচ্ছে এবং নিজেরাই তা পালন করছে। সাধারণ ইচ্ছার অনুগত থাকার অর্থই হল নিজেদের যুক্তিসিদ্ধ সত্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। এইভাবে রুশো স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, সভ্যতা ও শিল্পের বিকাশের ফলে এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজজীবনের মূল স্রোত থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি মনে করেন যে, সাধারণ ইচ্ছাই এই বিরোধের অবসান ঘটাতে পারে। এইভাবে রুশো তাঁর 'সাধারণ ইচ্ছা'র ধারণার মাধ্যমে এমন এক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, যা একজন বা কয়েকজনের স্বেচ্ছাচারী শাসন নয়, যা হল স্বায়ত্তশাসন বা জনগণের ইচ্ছার ফসল মাত্র। বস্তুত, **রুশো** বলতে চেয়েছিলেন যে, কর্তৃত্বের পেছনে যদি জনসমর্থন থাকে, তাহলে কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। রুশোর সাধারণ ইচ্ছা হল এমন এক অভূতপূর্ব সমন্বয়, যেখানে সমাজের সকলের স্বাধীনতা যেমন বজায় থাকে তেমনি সকলের মিলিত শক্তি হিসেবে সর্বোচ্চ ও সার্বিক কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিক থেকে তাঁর সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটি কেবল মৌলিকতার পরিচয় বহন করে না, পরবর্তীকালে তা গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ভিত্তি হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সাধারণ ইচ্ছা, কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা

মূল্যায়ন (Evaluation)

রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব রাষ্ট্রচিন্তার জগতে যে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তিনি তাঁর সাধারণ ইচ্ছার ধারণার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। সমগ্র রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে তিনি এই সমন্বয়ের নীতিটিকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। কিন্তু অনেকের অভিযোগ হল—রুশো 'সাধারণ ইচ্ছা' ধারণাটিকে ঠিকমতো বোঝাতে পারেননি। সেজন্য তিনি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছেন। **স্যাবাইন** ও **থরসনের** মতে, রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বে নানাবিধ স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। এর কারণ হল তাঁর ধারণার অস্পষ্টতা এবং স্ববিরোধিতার প্রতি তাঁর আলংকারিক ভালোবাসা।[৩২] **ওয়েপার**-ও বলেছেন যে, কেমন করে সাধারণ ইচ্ছা নির্ধারিত হবে, সে-সম্পর্কে রুশো সঠিকভাবে বলতে পারেননি।[৩৩] সাধারণ ইচ্ছাকে এক-একবার এক-একরকমভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়েছেন। কখনও সমগ্র সমাজের ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে সাধারণ ইচ্ছা গড়ে ওঠে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। যদিও তিনি সাধারণ ইচ্ছাকে সকলের ইচ্ছা থেকে পৃথক বলে মনে করতেন, তথাপি কখনো-কখনো তিনি বলেছেন যে, সংখ্যা-গরিষ্ঠের ইচ্ছাই হল সাধারণ ইচ্ছা। তবে সেই সঙ্গে রুশো উল্লেখ করেছেন যে, এরকম হতে গেলে

সমালোচনা

সাধারণ ইচ্ছার সব বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে থাকতে হবে। আবার, **রুশো** এ কথাও বলেছেন যে, পৃথক পৃথক ইচ্ছা থেকে পরস্পরবিরোধী ইচ্ছাগুলিকে বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকেই সাধারণ ইচ্ছা বলা হয়। তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, যদি একজন বিজ্ঞ আইনপ্রণেতা জনসাধারণকে তাদের মঙ্গল সম্বন্ধে অবহিত করতে পারেন, তবে তাঁর মধ্যেও সাধারণ ইচ্ছা প্রতিফলিত হতে পারে। তাঁর মতে, এথেন্সের সোলন এককভাবেই এই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাই **ওয়েপার** বলেছেন যে, 'সাধারণ ইচ্ছা' সম্বন্ধে এত কিছু বলা সত্ত্বেও রুশো এর অস্পষ্টতা দূর করতে পারেননি। বস্তুত, কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে সাধারণ ইচ্ছা কী, সে সম্পর্কে কোনো সঠিক উত্তর তাঁর তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি বিমূর্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে মনে করেন। এর প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণ ইচ্ছা কীভাবে গড়ে তোলা যাবে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে না পারায় রুশো নিজেই অনুভব করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা খুবই কঠিন। এ সম্পর্কে *এমিল* গ্রন্থে তিনি স্পার্টার এক জননীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। ওই জননীর পাঁচ পুত্রই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাঁকে যখন বলা হয়েছিল যে, যুদ্ধে তাঁর পাঁচ পুত্রই নিহত হয়েছে, তখন তিনি যুদ্ধের ফলাফল জানতে চেয়েছিলেন, পুত্রদের খবর নয়। যুদ্ধে তাঁর নগর-রাষ্ট্র স্পার্টার জয় হয়েছে শুনে তিনি দৌড়ে গির্জায় গিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এসেছিলেন। **রুশো** অনুভব করেছিলেন যে, স্পার্টার ওই জননীর মতো সবাই হতে পারবেন না। সাধারণের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া খুব সহজ নয়। তাই ওয়েপার মন্তব্য করেছেন যে, রুশোর সাধারণতন্ত্র সকলের জন্য নয়।[৩৪]

তৃতীয়ত, রুশো সাধারণ ইচ্ছা এবং সকলের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করলেও বাস্তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ, ব্যক্তির ইচ্ছা হল সামগ্রিক ইচ্ছারই অংশমাত্র।

চতুর্থত, গোষ্ঠী, দল প্রভৃতির অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে রুশো সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এগুলি সাধারণ ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেয়। কিন্তু আজকের দিনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংগঠনের মূল্য অপরিসীম। সংগঠিত গোষ্ঠীসমূহের ইচ্ছা রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতাকে দমিয়ে রাখতে পারে। বস্তুত, বর্তমান বহুত্ববাদী সমাজে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করায় রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।

পঞ্চমত, কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা রুশোর উদ্দেশ্য হলেও তাঁর 'সাধারণ ইচ্ছা' সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষের যে-সম্মতি নিয়ে সাধারণ ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত সেই ইচ্ছাই যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, তখন ব্যক্তির সম্মতির আর কোনো গুরুত্ব থাকে না। **রুশো** বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে, তাহলে তা মেনে চলতে তাকে বাধ্য করা হবে অর্থাৎ, তাকে বলপ্রয়োগ করে মুক্ত হতে সাহায্য করা হবে। বলপ্রয়োগ করে মুক্তির সন্ধান দেওয়ার ধারণাটিকে একপ্রকার স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন বলেই অনেকে মনে করেন। কারণ, রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' হব্‌স-কল্পিত রাজার মতোই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। এর বিরুদ্ধে জনসাধারণ কখনোই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে না। **হার্নশ**-এর মতে, "রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' হল হব্‌সের মস্তকহীন লেভিয়াথান।" কারণ, "রুশোর এই ছিন্নমস্তক লেভিয়াথান হব্‌সের মস্তকসমন্বিত লেভিয়াথানের মতোই অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী।"

ষষ্ঠত, রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের অন্যতম সমস্যা হল তার বাস্তব প্রয়োগ। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটা অসম্ভব। **রুশোর** মতে, সাধারণ ইচ্ছার কোনো প্রতিনিধি থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে তিনি বলেছেন যে, সেখানে ভোটদাতারা কেবল নির্বাচনের সময়েই স্বাধীন। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ভোটদাতাদের অবস্থা হবে আদেশ পালনকারী ভৃত্যের মতো। তা ছাড়া, রুশো যেভাবে চেয়েছিলেন সেইভাবে আধুনিক ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রেই ঘন ঘন সভা আহ্বান করে তথাকথিত সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশের উদ্যোগ সমর্থনলাভ করেনি। বস্তুত, সমাজে দ্বন্দ্ববিরোধের স্বাভাবিকতা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের গুরুত্বকে রুশোর তত্ত্বে অস্বীকার করা হয়েছে।

পরিশেষে, ওয়েপার মন্তব্য করেছেন যে, রুশো সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে সামাজিক চুক্তির সমন্বয়সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, সাধারণ ইচ্ছা সার্বভৌম হলে সামাজিক চুক্তি অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন হয়ে

Scanned with CamScanner

পড়ে। আবার, সামাজিক চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হলে সাধারণ ইচ্ছা সার্বভৌম হতে পারে না।[৩৫] একদিকে জৈব মতবাদ, অপরদিকে যান্ত্রিক মতবাদ—উভয়েরই ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে সর্বাত্মক রাষ্ট্রের ধারণাকেই প্রকাশ করেছে। এই তত্ত্বে রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ বলে বর্ণনা করে ব্যক্তিসত্তাকে বলপূর্বক রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করার ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েছে। রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের মধ্যে অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতা থাকার জন্যই স্বৈরতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র—সবকিছুরই বীজ এতে নিহিত রয়েছে বলে মনে করা হয়।

সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের বিরুদ্ধে এসব সমালোচনা করা হলেও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এই তত্ত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বকে রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অবদান বলে অনেকে মনে করেন।[৩৬] রুশো সাধারণ ইচ্ছার মাধ্যমে মানুষের নৈতিক আচরণকে রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কাছে রাজনীতি নৈতিকতাভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণ ইচ্ছাই এই মিলন ঘটিয়েছে। সাধারণ ইচ্ছাকেই সার্বভৌম বলে ঘোষণা করে কার্যত জনগণকেই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস বলে রুশো মেনে নিয়েছেন। আবার, গণসম্মতিকে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি বলে চিহ্নিত করে তিনি জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty)-র জন্মদাতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

গুরুত্ব

Scanned with CamScanner